[Sanatan Dharma]

ভাইফোঁটা

বাঙালির ঘরে ঘরে ভাই-বোনদের ভক্তির এই মিষ্টি-মধুর মঙ্গলময় উৎসব, যার নাম ভাইফোঁটা, সেটিকেই মহারাষ্ট্র, গুজরাতের মতো পশ্চিম ভারতে বলা হয় ভাইদুজ। আবার কর্ণাটক, গোয়ায় ভাইফোঁটাকে বলে ভাইবিজ।
আমাদের উত্তরবঙ্গেই ভাইফোঁটাকে বলে ভাইটিকা।
দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে অবশ্য বিজয়া দশমীর পরেই ভাইটিকা উৎসব পালিত হয়ে থাকে
পড়শি দেশে নেপালেও আছে ভাইটিকা উৎসব।
বাঙালির ঘরে ঘরে ভাই-বোনদের ভক্তির এই মিষ্টি-মধুর মঙ্গলময় উৎসব, যার নাম ভাইফোঁটা, সেটিকেই মহারাষ্ট্র, গুজরাতের মতো পশ্চিম ভারতে বলা হয় ভাইদুজ। আবার কর্ণাটক, গোয়ায় ভাইফোঁটাকে বলে ভাইবিজ।
আমাদের উত্তরবঙ্গেই ভাইফোঁটাকে বলে ভাইটিকা।
দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে অবশ্য বিজয়া দশমীর পরেই ভাইটিকা উৎসব পালিত হয়ে থাকে
পড়শি দেশে নেপালেও আছে ভাইটিকা উৎসব।
দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের মতোই ওদেরও ভাইটিকা পালিত হয় বিজয়ার দশমীর পরেই।

Published on: Nov, 15 2023 10:02

ভাইফোঁটা বাঙালিদের চিরকালীন সম্প্রীতির উত্সব।

হিন্দুদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই উত্সবটি ভ্রাতৃদ্বিতীয়া নামেও অতীব পরিচিত। কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে, কালীপুজোর পরের পরের দিন এই বিশেষ পারিবারিক উৎসবটি পালিত হয়।

ভাইফোঁটার দিন, বোনেরা তাদের ভাইদের ফোঁটা দেন। তাঁদের দীর্ঘায়ু এবং সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন। ফোঁটা ও আরতির পর ভাইয়েরা বোনেদের উপহার দেন। কীভাবে শুরু হয়েছিল এই উৎসব জেনে নিন এখান থেকে।

ভাইফোঁটা নিয়ে নানান পৌরাণিক কাহিনি রয়েছে।

কথিত, সূর্য ও তাঁর স্ত্রী সংজ্ঞার ছিল যমুনা নামে এক কন্যা ও যম নামে এক পুত্র।

পুত্র ও কন্যা সন্তানের জন্মদানের পর সূর্যের উত্তাপ স্ত্রী সহ্য করতে না পেরে প্রতিলিপি ছায়ার কাছে রেখে চলে যান।

সংজ্ঞার প্রতিরূপ হওয়ায় কেউ ছায়াকে চিনতে পারে না। ছায়ার কাছে ওই দুই সন্তান কখনও মায়ের মমতা, ভালবাসা পায়নি। দিনের পর দিন ধরে অত্যাচার করতে থাকে। অন্য দিকে, সংজ্ঞার প্রতিলিপি ছায়াকে বুঝতে না পেরে সূর্যদেবও কোনও দিন কিছু বলেননি।

ছায়ার ছলে স্বর্গরাজ্য থেকে বিতাড়িত হন যমুনা। এক সময় যমুনার বিয়েও হয়। বিয়ে হয়ে যমের থেকে অনেক দূরে সংসার করতেন যমুনা।

দীর্ঘ কাল ধরে দিদিকে দেখতে না পেয়ে মন কাঁদে যমের।

মন শান্ত করতে এক দিন দিদির বাড়ি চলে যান যমরাজ। প্রিয় ভাইয়ের আগমনে হাসি ফোটে দিদির মুখেও।

দিদির আতিথেয়তা ও স্নেহে মুগ্ধ হয়ে ফেরত যাওয়ার সময় যম একটি বর চাইতে বলেন যমুনাকে।

তখন যমুনা বলেছিলেন, এই দিনটি ভাইদের মঙ্গল কামনা চেয়ে প্রত্যেক বোন যেন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া হিসেবে পালন করে। সেই বর দান করে যম পিতৃগৃহে চলে যান।

যমের মঙ্গল কামনায় এ দিনটি পালন করায় যমরাজ অমরত্ব লাভ করেন।

এ কাহিনি থেকেই নাকি প্রতি বছর কার্তিক মাসের এই বিশেষ তিথিতে পালন করা হয় ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের মতোই ওদেরও ভাইটিকা পালিত হয় বিজয়ার দশমীর পরেই।

ভাইফোঁটা বাঙালিদের চিরকালীন সম্প্রীতির উত্সব।

হিন্দুদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই উত্সবটি ভ্রাতৃদ্বিতীয়া নামেও অতীব পরিচিত। কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে, কালীপুজোর পরের পরের দিন এই বিশেষ পারিবারিক উৎসবটি পালিত হয়।

ভাইফোঁটার দিন, বোনেরা তাদের ভাইদের ফোঁটা দেন। তাঁদের দীর্ঘায়ু এবং সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন। ফোঁটা ও আরতির পর ভাইয়েরা বোনেদের উপহার দেন। কীভাবে শুরু হয়েছিল এই উৎসব জেনে নিন এখান থেকে।

ভাইফোঁটা নিয়ে নানান পৌরাণিক কাহিনি রয়েছে।

কথিত, সূর্য ও তাঁর স্ত্রী সংজ্ঞার ছিল যমুনা নামে এক কন্যা ও যম নামে এক পুত্র।

পুত্র ও কন্যা সন্তানের জন্মদানের পর সূর্যের উত্তাপ স্ত্রী সহ্য করতে না পেরে প্রতিলিপি ছায়ার কাছে রেখে চলে যান।

সংজ্ঞার প্রতিরূপ হওয়ায় কেউ ছায়াকে চিনতে পারে না। ছায়ার কাছে ওই দুই সন্তান কখনও মায়ের মমতা, ভালবাসা পায়নি। দিনের পর দিন ধরে অত্যাচার করতে থাকে।

অন্য দিকে, সংজ্ঞার প্রতিলিপি ছায়াকে বুঝতে না পেরে সূর্যদেবও কোনও দিন কিছু বলেননি।

ছায়ার ছলে স্বর্গরাজ্য থেকে বিতাড়িত হন যমুনা। এক সময় যমুনার বিয়েও হয়। বিয়ে হয়ে যমের থেকে অনেক দূরে সংসার করতেন যমুনা।

দীর্ঘ কাল ধরে দিদিকে দেখতে না পেয়ে মন কাঁদে যমের।

মন শান্ত করতে এক দিন দিদির বাড়ি চলে যান যমরাজ। প্রিয় ভাইয়ের আগমনে হাসি ফোটে দিদির মুখেও।

দিদির আতিথেয়তা ও স্নেহে মুগ্ধ হয়ে ফেরত যাওয়ার সময় যম একটি বর চাইতে বলেন যমুনাকে।

তখন যমুনা বলেছিলেন, এই দিনটি ভাইদের মঙ্গল কামনা চেয়ে প্রত্যেকে বোন যেন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া হিসেবে পালন করে। সেই বর দান করে যম পিতৃগৃহে চলে যান।

যমের মঙ্গল কামনায় এ দিনটি পালন করায় যমরাজ অমরত্ব লাভ করেন।

এ কাহিনি থেকেই নাকি প্রতি বছর কার্তিক মাসের এই বিশেষ তিথিতে পালন করা হয় ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

Published on: Nov, 15 2023 10:02